দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

ভুল নীতির কারণে তালিকাভুক্ত ও ক্যাডার শিক্ষকরা দ্বন্দ্বে

এম এইচ রবিন ■

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভুল নীতির কারণে জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত কলেজ শিক্ষকদের 'ক্যাডার স্ট্যাটাস' নির্ধারণ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন তালিকাভুক্ত শিক্ষক ও পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষা ক্যাডার সদস্যরা। এতে সারাদেশের কলেজ শিক্ষা কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া বেসরকারি কলেজগুলোর জাতীয়করণ বন্ধসহ তিন দফা দাবি জানিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। দাবি মেনে না নিলে আগামীকাল থেকে দুদিন সারা দেশের সরকারি কলেজগুলোতে পূর্ণ কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। অন্যদিকে, জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত শিক্ষকরাও নিয়েছেন কঠোর অবস্থান। ক্যাডার মর্যাদা না দেওয়া হলে আন্দোলনের পাশাপাশি আইনের আশ্রয় নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন তারা। এভাবে সরকারি-বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা নিজেদের দাবি আদায়ে ক্লাস বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থীরা।

উভয় পক্ষের শিক্ষকদের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবহিত আছে উল্লেখ করে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকরা দাবি আদায়ের জন্য অন্য সবার মতো পেশাগত দায়িত্ব ছেড়ে রাজপথে নামতে পারেন না। তারা ক্লাসের বাইরে গেলে কলেজ শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারাও এমনটা করতে পারেন না। বেসরকারি হলেও অনেকে এমপিওভুক্ত, সেক্ষেত্রে জবাবদিহির বিষয় আছে। এরপরও শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি হোক, এমন ধরনের কর্মসূচি নিশ্চয় তারা প্রত্যাহার করবেন। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথমে এই জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ নেয়নি। ২০০৯ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৪৫টি কলেজকে জাতীয়করণ করে সেগুলোর শিক্ষকদের 'ক্যাডার স্ট্যাটাস'

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

পাল্টাপাল্টি আন্দোলন কর্মসূচির হুমকি

কলেজ শিক্ষা কার্যক্রমে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা

ভুল নীতির কারণে তালিকাভুক্ত

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দিয়েছে, কিন্তু এখন তাদের নন-ক্যাডার নির্ধারণ করে নতুন আত্তীকরণ বিধিমালার উদ্যোগ নেয় মন্ত্রণালয়। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুশাসন চেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিমউল্লাহ খোন্দকার বলেন, বেসরকারি শিক্ষকরা সরাসরি শিক্ষা ক্যাডারে প্রবেশ করবেন কোন আইন ও বিধিবিধানের অধীনে? আমরা মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষক চাই। সমিতির অপর এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আত্তীকৃত বিধিমালা ২০০৯ সালেই করা উচিত ছিল। ওই বিধিমালা করা হলে এখন এই সমস্যা সৃষ্টি হতো না। মন্ত্রণালয় ২০০০ সালের বিধিমালা অনুযায়ী কয়েকটি কলেজের শিক্ষককে আত্তীকরণ করে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

একাধিক শিক্ষক নেতা জানান, সমিতি আত্তীকৃত শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা মেনে নেবে না। এটি করা হলে মামলা হবে, পাল্টামামলা হবে, বৈষম্য সৃষ্টি হবে, আমাদের পদোন্নতিতে জটিলতা সৃষ্টি হবে, কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে। আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবে। তারা দাবি করেন, ২০০০ সালের কলেজ জাতীয়করণ বিধিমালায় আত্তীকৃত শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি রয়েছে। কিন্তু এর প্রক্রিয়াটি ছিল পুরোপুরি অবৈধ ও অস্বচ্ছ। কারণ পিএসসি ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাদের কর্মসূচির কারণে কলেজ শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকরা বলেন, এখনো কর্মসূচি পালন করিনি। তবে আমরা মনে করি সরকার আমাদের বিষয়ে আন্তরিক। আমাদের কোনো কর্মসূচিতে যেতে হবে না। তার আগেই নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত আসবে।

অন্যদিকে, আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে জাতীয়করণ তালিকাভুক্ত কলেজ শিক্ষক পরিষদও। সংগঠনের নেতারা জানান, তাদের ক্যাডারভুক্ত করা না হলে আইনের আশ্রয় নেবেন। তারা বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারদের ইঙ্গিত করে বলেন, একটি কুচক্রী মহল সরকারের সিদ্ধান্তকে বানচাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা (বিসিএস শিক্ষকরা) জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। সূত্রমতে, জাতীয়করণসহ বর্তমানে দেশে সরকারি কলেজ রয়েছে ৩৩৫টি। এর মধ্যে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষা ক্যাডার সদস্য আছেন প্রায় ১৫ হাজার। ২৮৫টি কলেজ জাতীয়করণ হলে সেগুলোর প্রায় ৭-৮ হাজার শিক্ষক আত্তীকৃত হবেন।